মেহেরপুরে ব্যাংক,আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও উদ্দ্যোক্তাদের মতবিনিময় সভা

সিএমএসএমই সেক্টরে ঋণ বিতরন/সুবিধার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং জেলার প্রান্তিক উদ্দ্যোক্তাদের নিয়ে মেহেরপুরে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলায় কার্যরত সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসে সার্বিক নির্দেশনায় বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) সকাল ১১ টার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী অঞ্চল উত্তরা ব্যাংক পিঃ উপ-মহাব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক প্রধান অলোক কুমার সাহার সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন।

মোঃ রাশেদ ওসমানের (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিঃ) সঞ্চালনায় এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আবুল কালাম আজাদ, যুগ্ম পরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মেহেরপুর অঞ্চলের সহ: মহাব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক প্রধান মোঃ শহীদুল ইসলাম, সোনালী ব্যাংক পিঃ মেহেরপুর শাখার মহাব্যবস্থাপক মোঃ তৌহিদুল আলম।

স্বাগত বক্তব্য হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উত্তরা ব্যাংক পিঃ মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ নাসির উদ্দিন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাজ্জাদুর রহমান, মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, মোছাঃ ক্যামিলী, মোছাঃ সুমি বিশ্বাস প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় লীড ব্যাংক হিসেবে ছিলেন উত্তরা ব্যাংক পিএলসি মেহেরপুর শাখা।

মেহেরপুরে ১২ বারের মত সফল পুলিশ কর্মকর্তা শাকিল

মেহেরপুর সদর থানার এ এস আই শাকিল হোসেন ১২ বারের মত শ্রেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছেন।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর পুলিশ লাইনস ড্রিল শেডে পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা শেষে পুলিশ সুপার তার হাতে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ তুলে দেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেনসহ পুলিশের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এএসআই শাকিল সহ জেলায় কর্মরত বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন।

অবসরে যাবার আগেই স্বপদে থাকতে এক কর্মকর্তার জোর তদবির

চাকুরীতে নিয়োগ পাওয়া এবং অবসরে যাওয়া একটি নিয়মতান্ত্রিক বিধান রয়েছে। যা সকল চাকুরী জীবির ক্ষেত্রে প্রযজ্য। বিধিবিধান থাকা সত্বেও দর্শনা কেরুজ চিনিকলের এক কর্মকর্তার অবসরে যাবার আগেই স্বপদে বহাল থাকতে জোর তদবির শুরু করে দিয়েছেন। ফলে আলোচনা সমালোচনা শরু হয়েছে রাষ্টিয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে চুক্তিভিত্তীক নিয়োগ পাওয়ার বিধান রয়েছে কি না ? আর থাকলেও তার কোন দায়বদ্ধতা থাকে কি না? বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ যেন গুরুত্বরসহকারে বিবেচনা করেন এনটাই দাবি সচেতন মহলের।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলে ৫টি বিভাগের মধ্যে ব্যবস্থপক প্রশাসনের পদটি খাতা কলমে ছোট হলেও বাস্তবে অনেক ক্ষমতার চেয়ার। বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) পদে আসিন আছেন শেখ মোঃ শাহাব উদ্দিন। আগামী ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ সালে চাকুরী কালীন অবসরে যাবার কথা রয়েছে তার। অবসরে যাবার আগেই পুন:রায় স্বপদে চুক্তিভিত্তীক নিয়োগ পেতে জোর তদবির শুরু করে দিয়েছেন তিনি। যা চাকুরীর বিদি বহিরভূত।

একটি সূত্র জানিয়েছে চেয়ার ও পদবীটি ৫ম গ্রেডের হলেও চিনিকলের যত কারিশমা এখানে। এ চেয়ার থেকেই সবকিছু নিয়ন্ত্রীত হয়ে থাকে। যেখানে চাকুরীরর বেতনের পাশাপাশি থাকে অনেক কিছু। শেখ শাহাব উদ্দিন পিতার চাকুরীর সুবাদে ২০/১২/১৯৮৯ সালে কনিষ্ঠ করণিক পদে প্রথম যোগদান করেন। এর পর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি তার। জোষ্ঠ করণিক, প্রশাসন বিভাগের গোপনীয় সহকারী, সহ-সমন্বয় কর্মকর্তা, ডিস্টিলারী সেলসের জুনিয়র অফিসার, ডিস্টিলারী বিভাগের সহ-ব্যবস্থপক, বিএনপি মতাদর্শের হওয়ায় রাজনৈতীক দ্বন্দে ২০১১ সালে রংপুর সুগার মিলের সহ-ব্যবস্থপক বানিজ্যিক বিভাগে কয়েক মাসের জন্য বদলি। তদবির করে পুনরায় ডিস্টিলারী বিভাগের সহ-ব্যবস্থাপক হিসাবে ফিরে আসা, বানিজ্যিক বিভাগে উপব্যবস্থাপক, উপ-ব্যবস্থাপক প্রশাসন সর্বশেষ ৪/৩/২০২১ সালে বর্তমান পদে ব্যবস্থাপক প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি। চিনিকলের কয়েকজন প্রবীন শ্রমিক নেতার সাথে আলমডাঙ্গা উপজেলার গড়চপড়া গ্রামের শওকত আলীর ছেলে শেখ মো: শাহাব উদ্দিন মেধা খাটিয়ে করণিক থেকে সিড়ি বেয়ে চিনিকলের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) পদে পদন্নতি পেয়েছেন।

১৯৬৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করা শেখ শাহাব উদ্দিনের বিধি মোতাবেক আগামী ১৪ ডিসেম্বরে নিয়ম অনুযায়ী চাকুরী কালীন অবসরে যাবার কথা রয়েছে। অবসরে যাবার আগেই নিজের চেয়ার ধরে রাখতে ২৪/০৯/২০২২ ইং তারিখ চুক্তিভিত্তিক নিয়োজনের জন্য আবেদন করেছেন। যেখানে শিল্পমন্ত্রী গত ৯/১০/২২ ইং তারিখে সুপারিশ করেছেন। ফলে তার আবেদনের ফাইলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের টেবিলে ফেরত এসেছে। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন করপোরেশনের ৫ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড। ফলে অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে এটা কি আদৌও সম্ভব। আর হলে কোন আইনের বলে ? তবে সবকিছু পরিস্কার হবে ১৪ ডিসেম্বর।

অপর দিকে অনেকেই মন্তব্য করে বলেছেন, একটি রাষ্টিয় প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে চুক্তিভিত্তীক নিয়োগ পাওয়া ব্যাক্তির খুব একটা দায়বদ্ধাতা থাকে না। ফলে প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর কোন ক্ষতি সাধিদ

হলে এর ক্ষতিপূরণের দায়ভার বহণ করবে কে ? আর এভাবেই যদি চাকুরীর মেয়াদ বাড়ানো যায় তাহলে অনেকেই হাটবেন এ রাস্তায়। কেউ ছাড়তে চাইবেন না তার জায়গা। বিষয়টি নিয়ে চিনিকল এলাকাই বইছে আলোচনা সমালোচনার ঝড়। এ ব্যাপারে সদরদপ্তরের এক কর্মকর্তার সাথে কথা হলে তিনি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, চাকুরীর মেয়াদ এভাবে বাড়ানো গেলে অনেকেই সফল হতো। যা বিধানে নেই তার পিছনে ছুটা মানে বোকামি ছাড়া আর কিছুই না।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১৫ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ ১৫ আসামি গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৮ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৪ ও সিআর মামলায় ৩ জন আসামী রয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) সকাল থেকে আজ বুধবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
পুলিশ সুপার মো:রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।
পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব নিলেন খান মাসুম বিল্লাহ

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব নিলেন খান মাসুম বিল্লাহ। আর ছেড়ে গেলেন মোঃ দেলোয়ার হোসেন। বুধবার সকালে এ দায়িত্বভার গ্রহন করেন তিনি।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, পদোন্নতি পেয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব হয়েছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন। তিনি আগেই অফিসিয়াল কার্যক্রম শেষ করলেও বুধবার সকালে আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্ব ছেড়েছেন। অন্যদিকে নবাগত নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন খান মাসুম বিল্লাহ। তিনি খুলনা কমিশনার কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে।

সকালে যোগদানের পর থেকে উপজেলায় কর্তব্যরত কর্মকর্তা,কর্মচারী ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে ব্যস্ত সময় পার করেন তিনি।

মেহেরপুরে পুলিশ কর্মকর্তাকে আবেগঘন পরিবেশে বিদায়

৩৯ বছর চাকুরীজীবন শেষে পিআরএলে যাওয়া সহকর্মী পুলিশ পরিদর্শক ছামিউল হককে আবেগঘন পরিবেশে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানো হয়েছে।

আজ বুধবার (৩১ আগষ্ট) দুপুরের দিকে মেহেরপুর পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে বিদায় জানানো হয়।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম নিজ কার্যালয়ে বিদায়ী পুলিশ কর্মকর্তা উপহার সামগ্রী দিয়ে তাকে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলামসহ অন্যান্য অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বলেন, দীর্ঘ সময় বাংলাদশে পুলিশ বাহিনীতে সংশ্লিষ্ট থেকে সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সাথে জনগনকে সেবা প্রদান করেছেন ছামিউল হক। তার এই অবদান সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনি সব সময় মনে রাখবে। এসময় তিনি তার ভবিষ্যৎ জীবনেরও মঙ্গল কামনা করেন। এসময় উপস্থিত সকলেই আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন।